EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা ও ক্ষুধা সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বিশ্বের এক'শ কোটিরও বেশি মানুষের জীবনের জন্য প্রতিদিন খাদ্য উৎপাদন, ক্রয় বা বিক্রয় করার প্রচেষ্টা সুনির্দিষ্ট এক সংগ্রাম। বিষয়টি তারাসহ আমাদের সকলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বের সাধারণ ক্ষুদ্র এক কৃষকের প্রাত্যহিক জীবনের কথা ধরা যাক।

সাহারা-নিম্ন আফ্রিকা, এশিয়া অথবা লাতিন আমেরিকার কোন এক পল্লীগ্রামে এক নারী কৃষক বাস করে। সে এক টুকরো জমি চাষ করে যা তার নিজের নয়। সে সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে ওঠে এবং কয়েক মাইল হেঁটে পানি সংগ্রহ করতে যায়। সে সারাদিন মাঠে কাজ করে। মাঝে মাঝে তার শিশুটিকে পিঠের সঙ্গে বেঁধেও কাজ করতে হয়। খরা, ফসলের বিভিন্ন রোগ বা পোকা-মাকর যদি তার ফসল ধ্বংস করে না দেয় এবং সে তার পরিবারকে খাওয়ানোর জন্য পর্যাপ্ত শস্য ফলাতে পারে তাহলে সে ভাগ্যবতী। অবশ্য কিছু শস্য তার কাছে অবশিষ্ট থেকে যেতে পারে, কিন্তু তা বিক্রি করতে নিকটবর্তী বাজারে যাওয়ার জন্য সেখানে কোন রাস্তা নেই অথবা তার কাছ থেকে তা কেনার মত সামর্থ্যও কারো নেই।

এবার ঐ কৃষকের কাছ থেকে ১০০ মাইল দূরবর্তী জনাকীর্ণ শহরের এক যুবকের জীবনের কথা ধরা যাক। তার কোন চাকুরি নেই, অথবা সে অল্প বেতনের কোন কাজ করে। সে বাজারে গিয়ে দেখে খাদ্য পচে যাচ্ছে, অথবা সেই খাদ্য তার ক্রয়সীমার বাইরে। সে ক্ষুধার্ত এবং এজন্য প্রায়শই ক্ষুব্ধ থাকে।

ঐ কৃষকের বিক্রি করার জন্য অতিরিক্ত খাদ্য আছে এবং এই যুবক তা কিনতে চায়। তবে তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কিছু জটিল অবস্থার কারণে এই সাধারণ লেনদেনের বিষয়টি ঘটতে পারে না।

বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাই হচ্ছে মূল কথা, যাকে আমরা "খাদ্য নিরাপত্তা" বলছি। এর অর্থ হচ্ছে জমিতে বীজ বপন ও পর্যাপ্ত ফসল ফলাতে বিশ্বব্যাপী কৃষকদের ক্ষমতায়ন, পশু সম্পদের কার্যকর পরিচর্যা অথবা মৎস্য আহরণপূর্বক তাদের উৎপাদিত এই খাদ্য যে সব মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের কাছে পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা।

খাদ্য নিরাপত্তা নিছক খাদ্য সম্পর্কিত কোন বিষয় নয়। এটি জটিল কিছু বিষয়ের একটি সমন্বিত রূপ। তা হচ্ছে - জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট খরা ও বন্যা; বিশ্ব অর্থনীতির উত্থান-পতন যা খাদ্য মূল্যকে প্রভাবিত

করে ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্পের ভাগ্যকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়; এবং জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি যা পরিবহন খরচ বাড়িয়ে দেয়।

খাদ্য নিরাপত্তা হচ্ছে নিরাপত্তা সম্পর্কিত সবকিছুই। প্রলম্বিত ক্ষুধা সরকার, সমাজ ও দেশের সীমান্তের স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে। ক্ষুধার্ত অথবা পুষ্টিহীন মানুষ যাদের কোন উপার্জন নেই এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের যত্ন নিতে পারে না, তারা নিরাশা ও হতাশার অনুভূতিতে ভোগে। আর এই নিরাশাই তাদেরকে উত্তেজনা, বিবাদ এমনকি সহিংসতার পথে নিয়ে যেতে পারে। গত ২০০৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৬০টিরও বেশি দেশে খাদ্য নিয়ে দাঙ্গা হয়েছে।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা খাদ্য নিরাপত্তা প্রয়াসকে আরো তথ্যসমৃদ্ধ করবে। আসলে স্থায়ী ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এমন প্রকল্পের পেছনে আমরা অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করে ফেলেছি। অবশ্য এসব প্রয়াস থেকে আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমরা জানি হাজার মাইল দূরের কোনো বিদেশি সরকার বা প্রতিষ্ঠান নয় বরং যারা সমস্যার সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে তাদের কাছ থেকেই সমাধানের সবচেয়ে কার্যকর কৌশল বেরিয়ে আসে। আর আমরা এটাও জানি যে উন্নয়নকে তখনই সবচেয়ে ভালোভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব যখন এটাকে সহায়তা নয় বরং বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এসব অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখেই আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা উদ্যোগটি পাঁচটি নীতির আলোকে পরিচালিত হবে যা আমাদের সমস্যার মূলে পৌঁছাতে সহায়তা করে স্থায়ী পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রথমত, আমরা জানি যে কৃষিক্ষেত্রে সর্বজনপ্রযোজ্য বলে একক কোনো মডেল নেই। এজন্য অংশীদার দেশগুলোর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য আমরা তাদের সঙ্গে কাজ করে যাবো।

দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্র কৃষককে বাঁচাতে আমরা উন্নত মানের বীজ থেকে শুরু করে ঝুঁকি-বণ্টন কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করে ক্ষুধার মূল কারণগুলো মোকাবেলা করবো। আর বিশ্বের অধিকাংশ কৃষক যেহেতু নারী, তাই কৃষিক্ষেত্রে আমাদের বিনিয়োগ যেন তাদের আকাঙ্খা ও দৃঢ়তাকে আরো সক্ষম করে তোলে সে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, কোনো নির্দিষ্ট কিছু এককভাবে ক্ষুধাকে সমূলে উৎপাটন করতে পারবে না। তবে সংশ্লিষ্টরা যদি রাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক ও ভৌগলিক পর্যায়ে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করে তাহলে আমাদের কাজের প্রভাব অনেক গুণ বেড়ে যেতে পারে।

চতুর্থত, কোনো একটি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে প্রসারিত হবার মতো সম্পদ ও ব্যাপ্তি বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানসমূহের রয়েছে। তাদের প্রয়াসগুলোতে সহায়তা করার মাধ্যমে আমরা তাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা থেকে লাভবান হতে পারি।

অবশেষে, আমরা দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি ও জবাবদিহিতার অঙ্গীকার করছি। এর প্রমাণস্বরূপ, আমরা এমন কিছু পরিকল্পনাতে বিনিয়োগ করবো যাতে করে আমরা কি করছি তা জনগণ যেন যাচাই ও মূল্যায়ন করতে পারে।

এই প্রয়াসের গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়তোবা অনেক বছর কিংবা অনেক যুগ লেগে যেতে পারে, তবুও এজন্য আমরা আমাদের সম্পূর্ণ সম্পদ ও শক্তি প্রয়োগ করার অঙ্গীকার করছি।

এই প্রয়াসের জন্য কাজ করে যাওয়ার পাশাপাশি জরুরি খাদ্য সহায়তা এবং দুর্যোগ ও বিপর্যয়কালে সাহায্যের আকুল আবেদনে সাড়া দেয়ার দৃঢ় অঙ্গীকারও আমরা অক্ষুণ্ন রাখবো। যেমন বর্তমানে 'হর্ন অব আফ্রিকা'-তে বিপর্যয় চলছে -- যেখানে অনাবৃষ্টি, ফসল-নষ্ট এবং গৃহযুদ্ধের কারণে গত ১৮ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক মানবিক বিপর্যয় নেমে এসেছে।

বিশ্ব কৃষিকে উজ্জীবিত করে তোলাটা সহজ হবে না। সত্যিকার অর্থে এই উদ্যোগ আমাদের দেশের নেয়া সর্বকালের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী এবং সার্বজনীন কূটনৈতিক ও উন্নয়ন উদ্যোগগুলোর অন্যতম। তবে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভবপর ও যুক্তিসঙ্গত। আর আমরা যদি এতে সাফল্য অর্জন করতে পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যত আমাদের অতীতের চেয়ে অনেক বেশি শান্তিময় ও সমৃদ্ধ হবে।

==========

জিআর/ ১৪ই অক্টোবর, ২০০৯

দ্রষ্টব্য: *এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তির ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov *এবং ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov* *যোগাযোগ করুন।*